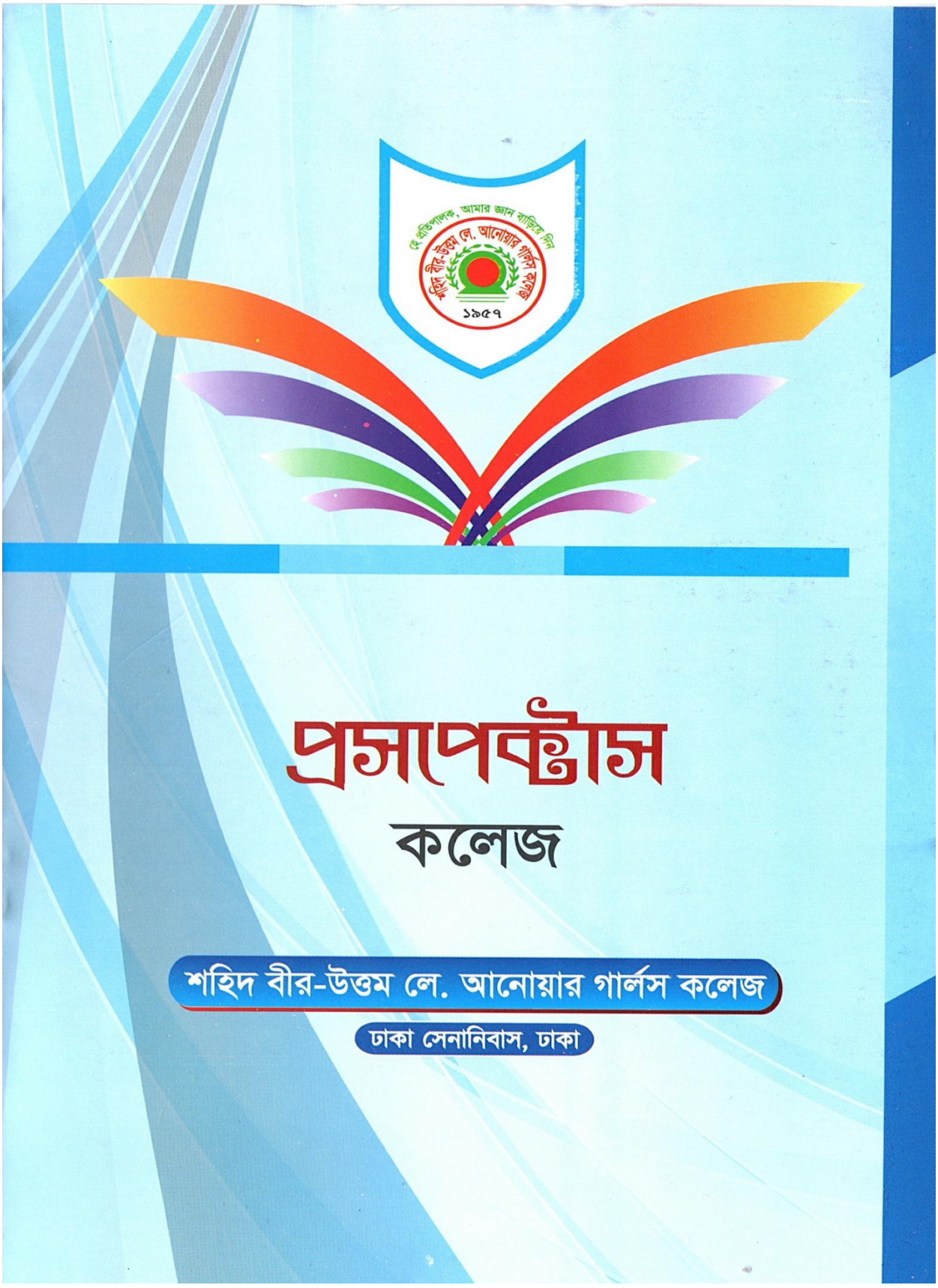

প্রসপেক্টাস

কলেজ

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ-এর বার্ষিক ক্রীড়া

এইচএসসি ২০২৫-এর পরীক্ষার্থীদের
বিদায় সংবর্ধনা
শহিদ বীর-উত্ত আনোয়ার গার্লস

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা সেনানিবাসের মনোরম পরিবেশে অবস্থিত **'শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ'**- এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনে তখন এটি 'ক্যান্টনমেন্ট মডার্ন স্কুল' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৫৯ সালে জুনিয়র হাই স্কুল ও ১৯৬৩ সালে হাই স্কুলে উন্নীত হয়। সে সময় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। পরবর্তীকালে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা সেকেন্ড লে. মো. আনোয়ার হোসেন, বীর-উত্তম এর নামে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'শহীদ আনোয়ার বালিকা বিদ্যালয়'। ১৯৯০ সালে এটি কলেজে উন্নীত হয় এবং নামকরণ করা হয় 'শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ'। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠানটির পুনঃনামকরণ করা হয় 'শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ'। বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি অনুযায়ী কলেজের নামের বানান পরিবর্তন করে ২০২০ সালে "শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ" করা হয়। একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে কর্নেল পদমর্যাদার একজন সেনা অফিসার কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অধ্যক্ষ, তিন জন উপাধ্যক্ষ ও তিনশতাধিক অভিজ্ঞ শিক্ষকের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান, দিকনির্দেশনা ও পাঠদানে বর্তমানে দশ হাজার শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যায়নরত আছে। স্কুল শাখায় নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত (প্রভাতি ও দিবা) এবং কলেজ শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং এইচএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পাঠদান করা হয়। ২০০৪ সাল থেকে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় ইংরেজি মাধ্যমের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ১ম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রমের ইংরেজি ভার্সন চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদার একজন দক্ষ সেনা অফিসারের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে স্কুল ও কলেজটি পরিচালিত হয়ে আসছে। জিওসি, লজিস্টিক এরিয়া অত্র কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

এই প্রসপেক্টাস প্রত্যেক ছাত্রী এবং অভিভাবকের জন্য অবশ্য পাঠ্য

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলি

১। এই প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় নির্ধারিত আসনে ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এসএসসি ফল প্রকাশের পর ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে ভর্তি ফরম প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত নীতিমালা অনুসারে অনলাইন পদ্ধতিতে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্রীদের ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হয় ।

২। বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত মেধাক্রম অনুযায়ী ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করবে। নির্বাচিত ছাত্রীদের বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত মূল প্রবেশপত্র, এস.এস.সি পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/রিপোর্ট কার্ড, প্রশংসাপত্র/টিসি, পাসপোর্ট আকারের ০২ কপি সত্যায়িত ছবি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত ফি ব্যাংকে জমাদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে।

শিক্ষা পদ্ধতি

অত্র প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সন ও বাংলা মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।

পালনীয়

- সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হব।
- সর্বদা সত্য বলব এবং সৎ চিন্তা ও সৎ কর্মে অনুপ্রাণিত হব।
- দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকব এবং আর্ত মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব।
- ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মনে ধারণ করব ।
- সব ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষত নেশা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব।
- সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করব এবং আশাবাদী থাকব ।
- সর্বদা ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হব ।
- বয়োঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বয়োঃকনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হব।
- প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পদ অপব্যবহার ও নষ্ট করব না।
- যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলব না।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের বিষয়সমূহ

সব শাখার শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ ঃ		
১। বাংলা	২। ইংরেজি	৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

শাখা	শাখা ভিত্তিক আবশ্যিক (৩টি বিষয়)	শাখা ভিত্তিক ঐচ্ছিক (১টি বিষয় নেয়া যাবে)
বিজ্ঞান	৪। পদার্থবিজ্ঞান ৫। রসায়ন ৬। জীববিজ্ঞান / উচ্চতর গণিত/ প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস	৭। (ক) জীববিজ্ঞান (খ) উচ্চতর গণিত (গ) মনোবিজ্ঞান (ঘ) প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস
মানবিক	৪। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫। পৌরনীতি ও সুশাসন ৬। অর্থনীতি ৭। ভূগোল	৮। (ক) মনোবিজ্ঞান (খ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
ব্যবসায় শিক্ষা	৪। ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৫। হিসাববিজ্ঞান ৬। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ৭। ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা	৮। (ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (খ) অর্থনীতি (গ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (ঘ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষাবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

১। ক. একাদশ শ্রেণিতে ২টি পরীক্ষা (অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক) অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি পরীক্ষার পূর্বে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রেণি অভীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রমোশন দেয়া হয় ।

খ. দ্বাদশ শ্রেণিতে ২টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্রাক্-নির্বাচনি ও নির্বাচনি। প্রাক্ নির্বাচনি পরীক্ষার পূর্বে ১টি শ্রেণি অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনি পরীক্ষা শিক্ষাবোর্ডের নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

গ. এইচ.এস.সি. পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ছাত্রীদের নিয়মিত কোচিং এবং মডেল টেস্ট নেয়া হয়। কোচিং ক্লাস করা ও মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ ছাত্রীদের জন্য আবশ্যক।

২। ক. অসুস্থতা বা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য কারণে কোনো শিক্ষার্থী কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে অংশগ্রহণকৃত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর গড় করে ফলাফল প্রস্তুত করে পাস করলে তাকে প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ-পদ্ধতিতে পাস করলে শ্রেণিতে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। শ্রেণি অভীক্ষা দিতে ব্যর্থ হলে পুনরায় তা নেয়ার ব্যবস্থা নেই।

খ. যদি কোনো শিক্ষার্থী কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে একটি বা দুটি পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরীক্ষায় তাকে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

কলেজের গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সময়সূচি নিম্নরূপ

কাল	উপস্থিতি কলেজ	ব্যাপ্তি
গ্রীষ্মকাল	সকাল ৭.১০ মিনিট - ১২.৫০ মিনিট	১ মার্চ থেকে ৩১ অক্টোবর
শীতকাল	সকাল ৭.২৫ মিনিট - ১২.৪৫ মিনিট	১ নভেম্বর থেকে ২৮/২৯ ফেব্রুয়ারি

কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা

১। সপ্তাহে সোম ও বুধবার কলেজ শাখার প্রাতঃকালীন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের দিন শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হতে হবে।

২। সমাবেশের দিন ছাড়া অন্য দিনগুলিতে- গ্রীষ্মকালে সকাল ৭.১৫ মিনিট থেকে এবং শীতকালে সকাল ৭.৩৫ মিনিট থেকে ১৫ মিনিটের ফর্ম মিটিং ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ফর্ম মিটিং ক্লাসে শ্রেণিশিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম ও ডায়েরি চেক করবেন এবং প্রেষণামূলক আলোচনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে মতবিনিময় করবেন।

৩। প্রত্যেকদিন প্রাতঃকালীন সমাবেশ/ফর্ম মিটিং ক্লাসের পর শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। শীতকালে (১ নভেম্বর থেকে ২৮/২৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭.৩৫ ঘটিকার মধ্যে কলেজে উপস্থিত হতে হয়।

৪। সমাবেশ ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলিতে সকাল ৭.১৫ ঘটিকায় ফর্ম মিটিং ক্লাস হয়। সকাল ৭.৩০ ঘটিকা থেকে ক্লাস শুরু হয়। কোনো কারণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত না হলে শিক্ষকগণ ফর্ম মিটিং ক্লাসে যাবেন।

৫। নিয়মিত কলেজ কার্যক্রম চালু থাকা অবস্থায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক (কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি)। অভিভাবকের সুপারিশ ছাড়া বিনা কারণে কলেজের অনুপস্থিত থাকলে দৈনিক ৫০.০০ টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে। পরপর ৩ দিন অনুপস্থিত থাকলে অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যাসহ অভিভাবকের লিখিত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী অসুস্থ/গুরুতর অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রেণি শিক্ষককে অবহিত করতে হবে।

৬। ক্লাস চলাকালে কোনো শিক্ষার্থীর বারান্দা, ক্যান্টিন বা মাঠে থাকা নিষিদ্ধ । ক্লাস চলাকালে বা ছুটির আগে কোনো শিক্ষার্থী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রতিষ্ঠানের বাইরে গেলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৭। ডায়েরি, বর্ষপঞ্জি ও সিলেবাস : ক্লাস শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কলেজ ডায়েরি, বর্ষপঞ্জি ও সংশ্লিষ্ট শ্রেণির সিলেবাস সংগ্রহ করবে ডায়েরিতে অভিভাবকের ঠিকানা লিখে ও নমুনা স্বাক্ষর নিয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দিয়ে স্বাক্ষর যাচাই করে নিতে হবে। ডায়েরি ব্যবহার করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক ।

৮। কলেজ চলাকালে সকল শিক্ষার্থীকে পরিচয়পত্র দৃশ্যমান অবস্থায় গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং নেম প্লেট, শ্রেণি ও হাউজ ব্যাজ দৃশ্যমান রাখতে হবে।

৯। বাসার ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর পরিবর্তিত হলে সাথে সাথে শ্রেণি শিক্ষককে অবহিতকরণপূর্বক ডায়েরিতে লিখে দিতে হবে। জরুরি কোন কারণে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত অন্তত দুটো ফোন নম্বর দিতে হবে ।

১০। অফ পিরিয়ডে কমনরুমে রক্ষিত খেলাধুলার সামগ্রী ব্যাবহার অথবা লাইব্রেরিতে রক্ষিত বই পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হলো।

১১। নির্দিষ্ট পোশাক ও সাদা কেডস পরে অবশ্যই কলেজে উপস্থিত হতে হবে। পোশাকের রং এবং সাইজ/মাপ-এর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় কলেজ টেইলর শপ হতে নতুন পোশাক তৈরি করে বিল বেতনের সাথে যোগ করে দেয়া হবে। চুলের কাঁটা/ক্লিপ, ব্যান্ড কালো অথবা সাদা হবে।

১২। কলেজে ভর্তির ২ সপ্তাহের মধ্যে ইউনিফর্ম পরিধান করে আসতে হবে।

১৩। বোরকা (অবশ্যই অনুমতি সাপেক্ষে) ব্যবহার করলে সাদা রঙের হতে হবে এবং সাদা স্কার্ফ ও সাদা কেডস পরতে হবে।

বোরকা ব্যাবহারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে, বোরকার আনুসঙ্গিক কাপড়/স্কার্ফ এবং কেডস কলেজ ড্রেসের সাথে মিল রেখে সাদা রঙের হতে হবে। কালো ও অন্য রঙের স্কার্ফ ব্যাবহার করা যাবেনা। কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশের সময় হতে অবস্থানকালীন সর্বদা মুখমন্ডল খোলা রাখতে হবে, যেন শিক্ষার্থীকে সনাক্ত করা যায়।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

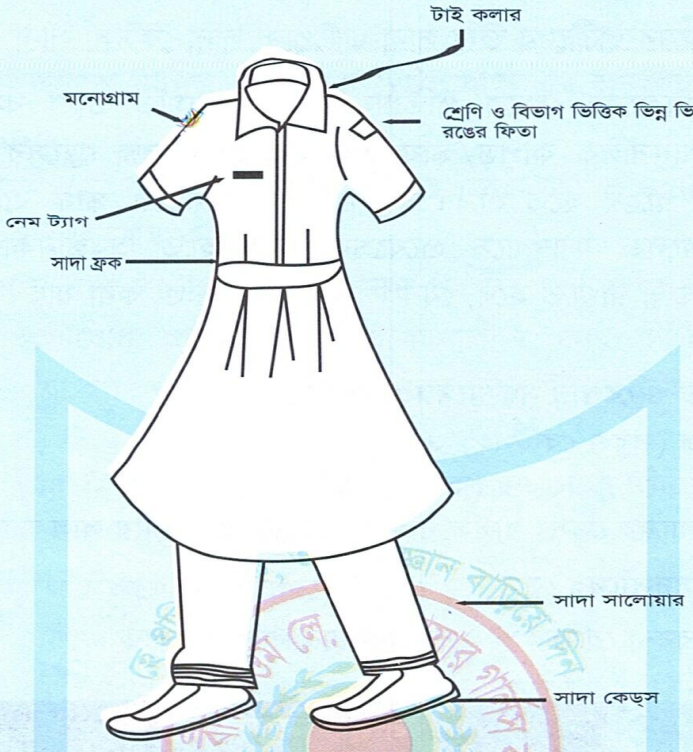

উলের নেভি ব্লু রং-এর কার্ডিগান (শীতকালে প্রযোজ্য)

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

কলার ছাড়া কার্ডিগান

গার্লস গাইড ও রেঞ্জার সদস্যদের ড্রেস

সাদা সালোয়ার, সাদা কামিজ ও সবুজ ওড়না।
রেঞ্জারের ড্রেস গার্লস গাইডের মতোই, শুধু গলায় লাল স্কার্ফ হবে।

ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের এ্যাপ্রোন

এ্যাপ্রোন : সাদা রং-এর। ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের জন্য।

শাখাসমূহ

একাদশ	দ্বাদশ
বিজ্ঞান : ১. প্রোটন ২. নিউট্রন ৩. মেসন ৪. পজিট্রন ৫. কপোট্রন ৬. স্পেকট্রাম ৭. কোয়ান্টাম	**বিজ্ঞান :** ১. আলফা ২. বিটা ৩. ডেল্টা ৪. ওমেগা ৫. থিটা ৬. পাই ৭. ফাই
মানবিক : ১. ভেনাস ২. নিহারিকা	**মানবিক :** ১. গ্যালাক্সি ২. শুকতারা
ব্যবসায় শিক্ষা : ১. জুপিটার ২. অরবিট ৩. মার্স ৪. মার্কারি	**ব্যবসায় শিক্ষা :** ১. নেপচুন ২. প্লুটো ৩. টাইটান ৪. নোভা

শাহদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ
মনের খাতায় স্মৃতির পাতায় রইবে লেখা নাম
শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ
নিয়র শিক্ষক ও কর্মচারী বৃন্দের

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬
দূরালাপনি : ৯৮৩৩৩০৬, ৮৮৭১২৩৪, বর্ধিত : ৭৭০৬
www. sagc.edu.bd, E-mail : sagc1957@gmail.com